

পরীক্ষার্থী কর্তৃক অবৈধ কার্যকলাপে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির বিধি

১৬। পরীক্ষার্থী কর্তৃক নিম্নবর্ণিত অবৈধ কার্যকলাপগুলো অপরাধ বলে গণ্য হবে যার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিম্নরূপ:

শাস্তি ধরন: 'ক'

শাস্তি: ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল।

১. পরীক্ষা কক্ষে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলা বা কথা বলে লেখা
২. কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন প্রকার লিখিত বা মুদ্রিত যে কোন প্রকার দোষণীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখা বা তা দেখে নকল করা।
৩. ডেস্কে/বেঞ্চে, হাতে, কাপড় বা অন্য কোথাও পিছনের অথবা পাশের অথবা সামনের দেয়ালে অথবা স্কেলে কিছু লেখা থাকা।
৪. লিথোকোড পরিবর্তন করা।
৫. অন্যের লেখা উত্তরপত্র দেখে নকল করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ উত্তরপত্র দেখাচ্ছে এমন প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধেও সমান শাস্তির সুপারিশ করতে হবে। উভয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ লাল কালি দিয়ে নিম্নরেখ (Underline) করতে হবে।
৬. পরীক্ষা কক্ষে যে কোন ধরনের অপরাধ করতে সাহায্য করা।
৭. মোবাইল বা যে কোন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে থাকলে বা বাগবা/গগবা এর মাধ্যমে পরীক্ষার বিষয় সম্পর্কিত কোন কিছু লেখা থাকলে কিংবা ঐসব ইলেকট্রনিক ডিভাইসে প্রশ্নের উত্তরের সাথে সংগতিপূর্ণ কোন তথ্য সংরক্ষিত থাকলে কর্তব্যরত কক্ষ প্রত্যবেক্ষক তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবেন।

শাস্তির ধরন: 'খ'

শাস্তি: ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী এক বছরের জন্য পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি পাবে না।

৯. পরীক্ষা কক্ষে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা গোলযোগ করা।
১০. দোষণীয় কাগজপত্র কক্ষ প্রত্যবেক্ষককে না দিয়ে তা নাগালের বাইরে ফেলে দেয়া বা গিলে খাওয়া।
১১. একই উত্তরপত্রে দুই রকম/দুই ব্যক্তির হাতের লেখা থাকা।

শাস্তির ধরন: 'গ'

শাস্তি: ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী দুই বছরের জন্য পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি পাবে না

১২. প্রশ্নপত্র বা সাদা উত্তরপত্র বাইরে পাচার করা।
১৩. কক্ষ প্রত্যবেক্ষক বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গালাগালি বা ভীতি প্রদর্শন করা।
১৪. কক্ষ প্রত্যবেক্ষকের নিকট উত্তরপত্র দাখিল না করে পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করা।
১৫. রোল নম্বর পরিবর্তন করা, পরস্পর উত্তরপত্র বিনিময় করা অথবা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা।
১৬. কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল উত্তরপত্রের পাতা পরিবর্তন করা।

শাস্তির ধরন: 'ঘ'

শাস্তি: ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী তিন বছরের জন্য পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি পাবে না।

১৭. পরীক্ষা কক্ষে, কেন্দ্র প্রাঙ্গণে বা কেন্দ্রের বাইরে কোন কক্ষ প্রত্যবেক্ষককে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আক্রমণ করা বা আক্রমণের চেষ্টা করা, অস্ত্র প্রদর্শন করা।
১৮. পরীক্ষার্থী কর্তৃক পরীক্ষা ভবনের বাইরে অন্যের দ্বারা লিখিত উত্তরপত্র বা লিখিত অতিরিক্ত উত্তরপত্র দাখিল করা।
১৯. পরীক্ষার্থী নিজের পরীক্ষা দিতে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা।
২০. নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা

পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের ১৯৮০ সনের ৪২ নম্বর আইন

শাস্তির বিধান সংক্রান্ত আইন নিম্নরূপ:

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম: এই আইন পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন ১৯৮০ নামে অভিহিত হইবে।
- ৩। পাবলিক পরীক্ষায় ভূয়া পরিচয় দান
(ক) যিনি পরীক্ষার্থী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে পরীক্ষার্থী হিসেবে জাহির করিয়া বা পরীক্ষার্থী বলিয়া ভান করিয়া কোন পাবলিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেন অথবা
(খ) যিনি অন্য কোন ব্যক্তির নামে বা কোন কল্পিত নামে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
- ৪। পাবলিক পরীক্ষা শুরু হইবার পূর্বে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রকাশনা বা বিতরণ
যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে-
(ক) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজপত্র অথবা
(খ) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা ধারণাদায়ক কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ কিংবা এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নের সহিত হুবহু মিল রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবার অভিপ্রায়ে লিখিত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ যে কোন উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
- ৫। নম্বর ইত্যাদি বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তন
যিনি আইনানুগ কর্তৃত্ব ছাড়া যে কোন প্রকারে কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন নম্বর, মার্কশীট, টেবুলেশন শীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তন করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
- ৬। ভূয়া মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী ইত্যাদি তৈয়ারিকরণ
যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন অথবা উহা জারী করার কর্তৃত্ব সম্পন্ন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত হয় নাই বলিয়া তিনি জ্ঞাত আছেন, তৈয়ারী করেন, ছাপান, বিতরণ করেন অথবা ব্যবহার করেন অথবা আইন সম্মত অযুহাত ছাড়াই নিজের দখলে রাখেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
- ৭। মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর অপূরণকৃত ফরম দখলে রাখা
যিনি আইন সম্মত অযুহাত ছাড়াই কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর অপূরণকৃত ফরম কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে তাহাকে প্রদান বা অর্পণ করা হয় নাই অথচ নিজের দখলে রাখেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৮। উত্তরপত্র প্রতিস্থাপন বা উহাতে সংযোজন

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন উত্তরপত্র অথবা উহার অংশ বিশেষের পরিবর্তে অন্য কোন একটি উত্তরপত্র বা উহার অংশ বিশেষ প্রতিস্থাপন করেন অথবা পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত হয় নাই এরূপ উত্তর সম্বলিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠা কোন উত্তরপত্রের সহিত সংযোজিত করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৯। পরীক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করা

যিনি কোন পরীক্ষার্থীকে-

- (ক) কোন লিখিত উত্তর অথবা কোন বই বা লিখিত কাগজ অথবা উহার কোন পৃষ্ঠা কিংবা উহা হইতে কোন উদ্ধৃতি পরীক্ষার হলে সরবরাহ করিয়া অথবা
- (খ) মৌখিকভাবে, কোন যান্ত্রিক উপায়ে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখিবার জন্য বলিয়া দিয়া সহায়তা করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১০। অননুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা অথবা পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করা

যিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বা ক্ষমতা প্রদত্ত না হওয়া সত্ত্বেও কোন পরীক্ষার হলে কোন পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন অথবা কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন অথবা যিনি অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে কিংবা কল্পিত নামে পরীক্ষার হলে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন অথবা পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১১। পাবলিক পরীক্ষায় বাধাদান

যিনি কোন প্রকারের ইচ্ছাকৃতভাবে-

- (ক) কোন ব্যক্তিকে কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত তাহার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন অথবা
- (খ) পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান করেন অথবা
- (গ) কোন পরীক্ষার হলে গোলযোগ সৃষ্টি করেন, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১২। বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের অফিসার কিংবা কর্মচারীগণকৃত অপরাধ:

যিনি বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কোন অফিসার কিংবা কর্মচারী হইয়াও অথবা পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াও এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ করেন, তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্ধদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৩। এই আইনের অধীনে অপরাধ করণে সহায়তা ও প্রচেষ্টা

যিনি এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ করণে সহায়তা করেন কিংবা প্রচেষ্টা চালান তিনি এই অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৪। পদ্ধতি

১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও-

- (ক) এই আইনের অধীনে অপরাধ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার যোগ্য অপরাধ হইবে।
- (খ) কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধের কোন বিচার করিবেন না।
- (গ) কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারকালে উক্ত বিধিতে মামলার সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য বিবৃত পদ্ধতি অনুসারে অপরাধটি সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করিবেন।
- (ঘ) কোন আদালত উক্ত বিধির অধীন উহার ক্ষমতা অতিরিক্ত হলেও এই আইনের অধীনে যে কোন দণ্ডদেশ প্রদান করিতে পরিবেন।

১৫। রহিতকরণ ও হেফাজত

- (ক) ১৯৮০ সনের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) অধ্যাদেশ (১৯৮০ সনের ৬নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।
- (খ) এইরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে কৃত কোন কিছু অথবা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে কৃত বা গৃহীত হয়েছে বলিয়া গণ্য হবে।

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা থেকে কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন

- ৭.১ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমিত ছাড়া একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না। কিংবা বোর্ডের পূর্বানুমিত ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। তবে শুধুমাত্র সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবী পিতা বা মাতার বদলিজনিত কারণে কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করতে বা ভর্তি করতে বোর্ডের পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে বদলিকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলির আদেশপত্র প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র নেয়া যাবে এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদানপত্র দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট চাকুরীজীবীর সন্তানকে বদলিকৃত কর্মস্থলে উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা যাবে। এক্ষেত্রে কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড জমা দিতে হবে।
- ৭.২ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট উক্ত শিক্ষার্থী বা তার অভিভাবক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করা যাবে না বা অন্য কোন অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট আটক রাখা যাবে না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

নং-শিম/শা:১০/৭পরীক্ষা-২ (গ্রেডিং)/২০০২/৬১০ তারিখ: ০৪/০১/২০০৩

প্রজ্ঞাপন

সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-শা:১১/১০ (১) ২০০১/২৬৭, তারিখ: ১২/০৩/২০০১ এর নিম্নরূপ সংশোধন করেছে-

- (ক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণের কোন বিভাগ উল্লেখ থাকবে না। শুধু প্রতি বিষয়ের প্রাপ্ত লেটার গ্রেড এবং সকল বিষয়ে প্রাপ্ত Grade Point Average (GPA) এর ভিত্তিতে Grade Point Average (GPA) উল্লেখ থাকবে। লেটার মার্ক ও স্টার মার্ক প্রদান এবং মেধা তালিকা প্রণয়ন বা প্রকাশ ইত্যাদি প্রথা থাকবে না।
- (খ) পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে F Grade না পেলে এবং তার GPA ন্যূনতম ১.০ (এক) হলে তাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে।
- (গ) একটি বিষয়ে F Grade এবং GPA 1.5 বা তদুর্ধ্ব প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর ইতিপূর্বে পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণিতে সাময়িকভাবে ভর্তির যে সুযোগ ছিল তা ২০০৩ সাল থেকে রহিত করা হলো।
- (ঘ) মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরীক্ষার্থীকে অব্যবহিত পরবর্তী বছরেই পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার্থীর ফল উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের ফল বহাল থাকবে।
- (ঙ) এসএসসি/দাখিল পরীক্ষায় ন্যূনতম ০৪ (চার)টি বিষয়ে এবং এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) টি বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে অর্থাৎ উ বা তদুর্ধ্ব গ্রেড পেলে অনুত্তীর্ণ বাকী বিষয়ের/বিষয়সমূহের পরবর্তী বছর পরীক্ষা দিতে পারবে। এই সুযোগ রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা পর্যন্ত বহাল থাকবে। পরীক্ষার্থীর উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের ফল/প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষিত থাকবে এবং পরবর্তীতে অনুত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের উত্তীর্ণ হলে প্রাপ্ত এচ এর সাথে পূর্ববর্তী বছরের উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের সংরক্ষিত এচ যোগ করে পরীক্ষার্থীর GPA নির্ধারণ কর হবে। তবে এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে সব বিষয় পরীক্ষা দিতে পারবে।
- (চ) একাধিক অংশ সম্বলিত বিষয়সমূহে (যেমন: তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক, রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক) বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক অংশে পৃথক পৃথকভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। উত্তীর্ণ সকল অংশে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলের উপর ভিত্তি করে ঐ বিষয়ে এৎধফব নির্ধারিত হবে। যে কোন একটি অংশে অনুত্তীর্ণ হলে ঐ বিষয়ে অনুত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে।
- (ছ) শিক্ষা বোর্ড থেকে মূল সনদপত্র ইস্যু বিদ্যমান থাকবে। বিভাগের স্থলে GPA উল্লেখ থাকবে।
- (জ) নম্বরপত্রের পরিবর্তে মূল্যায়নপত্র (Academic Transcript) ইস্যু করা হবে। এতে প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড GP ও GPA উল্লেখ থাকবে এবং প্রতি গ্রেডের জন্য নির্ধারিত ব্যাপ্তি (Class interval) উল্লেখ থাকবে।
- (ঝ) কোন পরীক্ষার্থী এক অথবা দুই বিষয়ে F Grade প্রাপ্ত হলে তার রেজিস্ট্রেশন কার্ডের মেয়াদকালের মধ্যে ঐ সব বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

- (এ৩) ২০০৪ সাল থেকে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় (এসএসসি/এইচএসসি/দাখিল ও আলিম) চতুর্থ বিষয় যোগ করে GPA নির্ধারণ কর হবে। চতুর্থ বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট থেকে ২ বিয়োগ করে অবশিষ্ট গ্রেড পয়েন্ট মোট গ্রেড পয়েন্ট এর সাথে যোগ করে প্রাপ্ত মোট GP কে চতুর্থ বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে GPA নির্ধারণ কর হবে। চতুর্থ বিষয় ছাড়াই যেসব ছাত্রছাত্রী GPA ৫.০০ পাবে তাদের ক্ষেত্রে চতুর্থ বিষয়ের গ্রেড পয়েন্ট যোগ করা হবে না।
- (ট) পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে GPA এবং বাকী পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে বন্ধনীতে F লিখা থাকবে। টেবুলেশন বইতে সকল পরীক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকবে।
- (ঠ) স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাসমূহ অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পর্যায়ক্রমে লেটার গ্রেড পদ্ধতি প্রবর্তন করবে।
- (ড) এইচএসসি/আলিম পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষা থেকে পরীক্ষায় পাশ ফেল প্রথা বিলুপ্ত হবে।
- ২। এসএসসি/দাখিল ও এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর (Raw score) কে লেটার গ্রেডে রূপান্তরের পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে:

লেটার গ্রেড	প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণি ব্যাপ্তি	গ্রেড পয়েন্ট
A+	৮০ - ১০০	৫.০০
A	৭০ - ৭৯	৪.০০
A-	৬০ - ৬৯	৩.৫০
B	৫০ - ৫৯	৩.০০
C	৪০ - ৪৯	২.০০
D	৩৩ - ৩৯	১.০০
F	০০ - ৩২	০.০০